চিনের নতুন বছর ও বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় চিনা শিল্পীদের অনুষ্ঠান। –পিটিআই

পুজোর আগেই চালু হবে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পুজোর আগে বিধাননগরের সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো রেল পরিসেবা চালু হয়ে যাবে। মেট্রো রেলের তরফে এখবর জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে মেট্রো রেল বেঙ্গালুরু থেকে এসে পৌঁছেছে। রেল কর্তৃপক্ষ এর আগে সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। আগে বলা হয়েছিল, জুন মাসের মধ্যেই সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগানের মধ্যে মেট্রো রেল চালু হয়ে যাবে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে জুন মাসে মেট্রো রেল চালু করা যাচ্ছে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করার চেষ্টা হলেও জুন মাসের মধ্যে ওই রুটে রেল পরিসেবা চালু করা যে সম্ভব নয়, রেল কর্তৃপক্ষ তা স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে প্রথম পর্যায়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত পরিসেবা চালু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ছয়টি স্টেশন তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথে সেক্টর ফাইভ, সেন্ট্রাল পার্ক, সিটি সেন্টার, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থাকছে। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, সিগন্যালিং ব্যবস্থার কাজ শেষ হওয়ার পরেই ট্রায়াল রান শুরু হবে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা মেট্রোর তুলনায় ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রোর ভাড়া তুলনায় বেশি হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অর্থের জন্য কোনো প্রকল্পের কাজ আটকাচ্ছে না। শুধু প্রযুক্তিগত কারণেই জুনের মধ্যে নতুন রেক চালানো সম্ভব হবে না। এছাড়া নিউ গড়িয়া থেকে রুবি হাসপাতাল পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজও শেষ হয়নি। ওই রুটে মেট্রো রেলের পরিসেবা চালু করতে আগামী বছরের পুজো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ব্যোম ভোলে।। *তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

মেয়রকে চিঠি সুজনের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শীত বিদায়ের পথে জ্বর–সর্দি নয়, ডায়ারিয়ায় কাবু দক্ষিণ কলকাতার মানুষ। গত কয়েকদিন ধরেই বাঘাযতীন, টালিগঞ্জ, সন্তোষপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় ডায়ারিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার তৎপর হওয়া দূরঅস্ত, পুরসভার কল থেকেই বেরোচ্ছে বড়ো বড়ো পোকা। সন্তোষপুর এলাকার সিক্সথ রোড এলাকায় গত কয়েকদিন ধরেই পুরসভার কল থেকে জলের সঙ্গে পোকা বেরোচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই এর মোকাবিলায় এবার মাঠে নেমেছে সিপিএম। বাঘাযতীন, সন্তোষপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার ডায়ারিয়া আক্রান্ত এলাকাগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের আর্জি জানিয়ে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। অন্যদিকে, পুরসভার কলের জলে পোকা বেরোনোর অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছেন পুরকর্মীরা। কল থেকে কী বেরোচ্ছে তা জানতে মঙ্গলবারই পুরসভার তরফে সন্তোষপুর সিক্সথ রোডের কলের জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এলাকায় বিশুদ্ধ জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

অমানবিক পুলিশ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের অমানবিক পুলিশ। এবার হাওড়া। হাওড়া সিটি পুলিশের তত্ত্বাবধানে চলছিল ফুটবল ম্যাচ। সেই ম্যাচের সময় বুকে বল লেগে প্রায় ২০/২৫ মিনিট মাঠের ধারে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হল এক খেলোয়াড়কে। তবে খেলা শেষে পুলিশ তাঁকে নিয়ে ভরতি করেছে পুলিশ হাসপাতালে। আহত ওই ফুটবলার হলেন মৃন্ময় পাঁজা। তিনি অরবিন্দ নগর মিলন সমিতির হয়ে খেলতে এসেছিলেন। খেলা চলাকালীন সজোরে ফুটবল এসে লাগে তাঁর বুকে। ছটফট করতে থাকেন। তাঁকে মাঠ থেকে হাওড়া সিটি পুলিশ সরিয়ে নিয়ে গেলেও কোনো চিকিৎসা তো দূরঅস্ত, কোনো প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল না। আর তার জেরে এদিন বিকেলে সেখানে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জামাত-তৃণমূল যোগাযোগের অভিযোগ সিপিএমের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এতদিন সিপিএম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ করেছে। তারই সঙ্গে বিভিন্ন সভায় সিপিএম নেতারা বলেছেন, যাদের কার্যকলাপে অশান্তি প্রশ্রয় পায় তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। কিন্তু এবার দলের দলিলেই সিপিএম সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওপার বাংলার জামাত–ই–ইসলামির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ তুলল। সম্প্রতি সিপিএমের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সম্মেলনে বিদায়ি জেলা সম্পাদক গৌতম দেবের পাশাপাশি রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র ও বিমান বসু উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই সেখানে যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। বসিরহাটের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে সিপিএম বলেছে, আমরা জানি এর পিছনে ওপারের জামাত–ই–ইসলামির মদত ছিল। আর তাদের সঙ্গে মমতার সখ্য খাগড়াগড়ের ঘটনা থেকে পরিষ্কার। সিপিএমের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস ওপার বাংলার জামাত–ই–ইসলামির রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সিপিএমের এই অভিযোগের পিছনে কোনো তথ্যপ্রমাণ আছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। অন্তত দলের সম্মেলনের রিপোর্টে এধরনের কোনো তথ্য নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও কীসের ভিত্তিতে তারা এ ধরনের অভিযোগ করে তা জানা যায় না। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এরাজ্যে যতগুলি নির্বাচন হয়েছে, তার সবকয়টির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘুদের বেশিরভাগই তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যেসব এলাকায় আগে বামফ্রন্টের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, সেসব এলাকায় তৃণমূল যে তাদের প্রভাব বাড়িয়েছে ভোটের ফলেই তা প্রমাণিত। সিপিএম অবশ্য এ সম্মেলনের রিপোর্টে দাবি করেছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তারা তৃণমূলকে সরিয়ে অনেক ভোট পেয়েছে। এমনিতেই তাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বাদুড়িয়া ও বসিরহাট–উত্তর কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট অনেক ভোট পেয়েছে।

সিপিএম যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলে তা নতুন নয়। এবার তারা তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু উন্নয়নে ভুল তথ্য পেশ করার অভিযোগ তুলেছে। সিপিএমের বক্তব্য, 'সরকারে এসেই ঘোষণা করলেন সংখ্যালঘুদের ৯৯ ভাগ কাজ করে দিয়েছেন। এর সঙ্গে কী ঝগড়া করবেন ? একে গদি থেকে টেনে নামানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা আছে ? '

এবারের সম্মেলনে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নেওয়ার পর সিপিএম নেতা গৌতম দেবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যদিও এখনও তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা কমিটির সম্পাদক পদে থাকার কারণে তাঁর কিছুটা বাড়তি গুরুত্ব ছিল। শারীরিক অসুস্থতার কারণে গৌতমবাবু অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনার বাইরে খুব বেশি সভা করতে যেতে পারতেন না। সে কারণে দলের তরফেও তাঁকে জেলার বাইরে তেমন কোনো বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। এখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সুবাদে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা আয়োজনের চেষ্টা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

উন্নয়ন কীভাবে করে, আমার কাছ থেকে শিখুন মোদি : মমতা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ তাঁর একসময়কার প্রিয় পাত্রী ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে গোটা সিআইডিকেই নামিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতী ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অফিসারদের বাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই পুলিশের তল্লাশি চলছে। তাঁর প্রতিবাদে আত্মগোপনে থেকে মাঝেমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তির ছুড়ছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার। মুখ্যমন্ত্রী শুধু শুনেছেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। মঙ্গলবার প্রাক্তন মাওবাদীদের সঙ্গে বৈঠকে ভারতী ঘোষের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, 'প্রাক্তন পুলিশকর্তাদের কথা শুনবেন না। বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে তাঁদের কথা শুনে চলুন।' মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলেন ভারতী ঘোষ। তাঁর দাপটে শুধু মাওবাদীরাই নন, শাসকদলের নেতারাও তটস্থ থাকতেন। ভারতী ঘোষের কাছে মাওবাদীদের বহু নেতা ও কর্মী আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তারপর থেকেই তাঁরা সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। এইভাবেই প্রাক্তন অনেক মাওবাদীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও সেকথা জানেন। সেজন্যই তিনি প্রাক্তন মাওবাদীদের এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এরই পাশাপাশি মঙ্গলবার নদিয়ায় একটি সভায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের প্রচারের অভিমুখ কী হবে তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রধান রাজনৈতিক স্লোগান হবে প্রধানত বিজেপি বিরোধী এবং প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হবে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় কেন্দ্রের উচিত তা তাঁর কাছ থেকে শেখা। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। ওদের মতো হিংসাবাদ আর কেউ নেই। ওরা মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। আমরা সবাইকে ভালোবাসি। বিজেপির কাছ থেকে আমরা হিন্দুধর্ম নিয়ে জ্ঞান শুনব না।' উন্নয়ন কীভাবে করতে হয় তার নমুনা পেশ করার চেষ্টায় এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যে ২৫ লক্ষ বাড়ি হয়েছে। কল্যাণী ও করিমপুরে মডেল থানা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। বীরনগরে নতুন সাবস্টেশন তৈরি হবে এবং সবার জন্য আলো প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। এদিনের সভা থেকেও মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়েননি। জিএসটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ছোটো ব্যবসায়ীরা সংকটে পড়েছেন। ব্যাংকেও টাকা সুরক্ষিত নয় ভেবে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, সারা দেশে ১২০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। বিজেপি শাসনে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা সবথেকে বেশি। তাঁর বক্তব্য, আইসিডিএস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প ছিল। কিন্তু সেই প্রকল্পের ৯০ শতাংশ টাকাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার এখন আইসিডিএসে টাকা দিচ্ছে। এদিনের সভা থেকে তিনি আইসিডিএস কর্মীদের প্রতি বার্তা দিয়ে বলেন, 'কারও কথায় ভুল বুঝবেন না। প্রোজেক্ট যদি বন্ধ হয়ে যায় তাঁরা কিন্তু দেখবে না।' আশাকর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, 'কেন্দ্র আগে আশাকর্মীদের ৮০০ টাকা করে দিত। এখন সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ২০০০ টাকা করে দিই। এই প্রোজেক্ট কিন্তু চলত না। আমরা চালু করে রেখেছি।' পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এদিন প্রায় ১৩ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ কর্মসূচির উদবোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সভাতেই তিনি নবদ্বীপ ও মায়াপুরকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করেন।

হাতেহাত ধরে একসঙ্গে চলার প্রতিজ্ঞা। মঙ্গলবার শান্তিনিকেতনে ইন্দ্রজিৎ রায়ের তোলা ছবি।

'তারাপদ সাঁতরা' স্মারক বক্তৃতা

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃত কেন্দ্র আয়োজিত কলকাতার অবনীন্দ্র সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'তারাপদ সাঁতরা' শীর্ষক এক স্মারক বক্তৃতা। ইতিহাস চর্চায় লোকসংস্কৃতির ভূমিকা শীর্ষক ওই বক্তৃতায় কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দিলীপকুমার রায়। দিলীপবাবু তাঁর বক্তব্যে মেচরাভা, তামাং, টোটো, অসুর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্ম–মৃত্যু, বিবাহ কেন্দ্রিক সংস্কৃতি যেমন তুলে ধরেন, তেমনই রাভা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পৌরাণিক লোককথার যে উল্লেখ রয়েছে তার বিভিন্ন উদাহরণও তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি লোকসংস্কৃতিকে জনসমক্ষে প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন।

গ্যাস লিক, অসুস্থ মহিলার মৃত্যু

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বেলুড়ে গ্যাস লিকের ঘটনায় অসুস্থ এক মহিলার মৃত্যু হল। শান্নু পান্ডে (৫৮) নামে এই মহিলা গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি ছিলেন। মঙ্গলবার ভোরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। গত সোমবার বেলুড়ের বজরংবলী কারখানা এলাকায় ক্লোরিন গ্যাসের একটি সিলিন্ডার লিক হওয়ায় প্রায় ৫০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শান্নু পান্ডে সহ ৩৮ জনকে হাওড়ার জয়সওয়াল হাসপাতালে এবং বাকিদের হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু শান্নু পান্ডের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

উদ্ধার পিস্তল, গুলি, ধৃত ৪

আসানসোল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে কুলটির রানিতলা এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উত্তরপ্রদেশের চার ডাকাতকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার পুলিশ। ধৃতরা হল ভীম সিং, ভগবান দাস, মুকেশ কুমার ও কেসি লাল। ধৃতদের কাছ থেকে চারটি ওয়ান শাটার পিস্তল, ৩০ রাউন্ড গুলি ও শাটার ও দরজা ভাঙার একাধিক বিভিন্ন সাইজের লোহার রড, ছেনি ও কাটার পেয়েছে। মঙ্গলবার রাতে এই খবর জানিয়ে আসানসোল–দুর্গাপুর পুলিশের এডিসিপি (পশ্চিম) অনমিত্র দাস বলেন, বুধবার ধৃতদের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে আসানসোল আদালতে তোলা হবে।

ধৃত ডাকাতদের ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ

আসানসোল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আসানসোলের কোর্ট মোড় সংলগ্ন বেসরকারি সোনা রেখে ঋণদানকারী সংস্থায় ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ধৃত তিন ডাকাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট নিল সিআইডি। একই সঙ্গে এদিন এক ডাকাতের হ্যান্ড রাইটিংয়ের নমুনা সংগ্রহ করেন সিআইডির তদন্তকারী অফিসাররা। প্রসঙ্গত, এই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিহার থেকে ধৃত তিন ডাকাত শশাঙ্ক সিং, নবরঙ্গ সিং ও রাজীব সিং বর্তমানে আসানসোল জেলে রয়েছে।

লরির কাচ ভাঙায় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

রামপুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরির লুকিং গ্লাস এবং জানালার কাচ ভেঙেছে পুলিশ। এরই প্রতিবাদে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ এবং গাড়ির চালকরা। ঘটনাটি ঘটেছে রামপুরহাট–মুরারই রাস্তায়। অভিযোগ, পুলিশের গাড়ির কাচ পাথর ছুড়ে ভেঙে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিতুন দে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে রামপুরহাট–মুরারই রাস্তায় গুসকিরা গ্রামের রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি পাথর বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে ছিল। চালকরা গাড়ি রেখে খেতে গিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে মুরারই থানার পুলিশ কাউকে দেখতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লরির লুকিং গ্লাস এবং জানালার কাচ ভেঙে দেয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন গাড়ির চালকরা। পুলিশ কেন লরির কাচ ভাঙল তার কৈফিয়ত চান। এরপরেই উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কেউ কেউ পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ। উত্তেজিত জনতার ছোড়া ইটে পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা লরিচালক মতিন আহমেদ বলেন, 'আমরা দুপুরে রাস্তার ধারে লরি রেখে খেতে গিয়েছিলাম। পুলিশ আগাম কিছু না জানিয়েই লরির লুকিং গ্লাস ও জানালা ভেঙে দেয়। অথচ আমাদের লরি ছিল রাস্তা থেকে অনেক দূরে। পুলিশ অন্যায়ভাবে লরির লুকিং গ্লাস ভেঙে দিয়েছে। তাই আমরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাই। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়নি। বরং পুলিশই লরি থেকে মোটা টাকা তোলা আদায় করে।'যদিও পুলিশের তোলা আদায়ের কথা অস্বীকার করেছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিতুন দে। তিনি বলেন, 'যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ডিএ নিয়ে স্যাট–এর রায়ে ক্ষুব্ধ ডিভিশন বেঞ্চ

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ 'ডিএ রাজ্য সরকারের দয়ার দান।' স্যাটের এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। স্যাট কেন একথা বলেছে, এর ব্যাখ্যা রায়ে স্পষ্ট নয় বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করেন বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত এবং বিচারপতি শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়ন 'কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্মেন্ট এমপ্লয়িজ'–এর মামলার রায় দিতে গিয়ে 'স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল' (স্যাট) বলেছিল, 'ডিএ বা মহার্ঘভাতা হল রাজ্য সরকারের দয়ার দান।' কিন্তু কেন দয়ার দান তার কোনো ব্যাখ্যা রায়ে নেই। মঙ্গলবার সরকারের তরফে বক্তব্য জানান রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত। তিনি ১৯৫৪ সালে সুপ্রিমকোর্টের একটি রায় উল্লেখ করে বলেন, 'ডিএ দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই সরকারি কর্মচারীদের। আর্টিকেল ১৪ কে তা লঙ্ঘন করছে। মামলাকারীরা মূলত কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের ডিএর শতাংশের ফারাক নিয়ে ভাবিত। তিনি বলেন, 'স্যাটের রায় ঠিক না ভুল এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।' কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ বলে, 'আর্টিকেল ৩০৯ কে মেনে রাজ্য সরকার তো ২০০৯ সালে রিভিশন অ্যান্ড পে অ্যালাউয়েন্স বা রোপা রুল এনেছে। তাহলে ডিএ পাওয়ার ক্ষেত্রে রোপা রুল কি কোনো আইনি অধিকার দেয় না সরকারি কর্মচারীদের ? এর জবাবে এজি কিশোর দত্ত বলেন, ডিএর সঙ্গে রোপা রুলের কোনো সংযোগ নেই। সোমবার রয়েছে মামলাটির পরবর্তী শুনানি।

ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিটের উদ্‌বোধন

আসানসোল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে তৈরি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট বা রক্ত উপাদান পৃথকীকরণ সেন্টারের উদ্‌বোধন হল। রাজ্যে জেলাস্তরের হাসপাতালেই প্রথম এই ধরনের ইউনিট তৈরি করা হল। মঙ্গলবার দুপুরে কৃষ্ণনগরের সরকারি সভা থেকে এই ইউনিটের উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন এই ইউনিটের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ছয়জন টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ নিখিলচন্দ্র দাস ও ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাঃ সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই ইউনিট হওয়ায় রক্ত থেকে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বা উপাদান আলাদা করা যাবে। যার মধ্যে অন্যতম হল আরবিসি (রেড ব্লাড সেল) বা লোহিত কণিকা, এফএফপি বা ফ্রেস ফ্রোজেন প্লাজমা, প্লেটলেট, ডেঙ্গু বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা এই ধরনের কম্পোনেন্ট আসানসোল জেলা হাসপাতালে পেতেন না। এইসব নিতে হলে এতদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে যেতে হত। এবার তা আর হবে না। মহকুমাশাসক বলেন, নতুন এই ইউনিট চালু হওয়ায় শুধু এই জেলায় নয়, আশপাশের জেলার মানুষজনও উপকৃত হবেন। এই ইউনিটে রক্তে উপাদান পৃথকীকরণের জন্য অত্যাধুনিক মেশিন বসানো হয়েছে।

ছাত্রীকে মারধর, স্কুল ঘেরাও অভিভাবকদের

ঝাড়গ্রাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রীকে ব্যাপক মারধর করে হাসপাতালে ভরতির ঘটনায় স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, ঘাটাল রত্নেশ্বরবাটি নেতাজি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণির স্কুল ছাত্রী অষ্টমী বারিককে স্কুলের শিক্ষক গৌর পাল মারধর করলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তারপর স্কুলে বরফ ও জল দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাতে ছাত্রীটির মাথায় যন্ত্রণা শুরু হলে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এই ঘটনা সকালে জানাজানি হতেই অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এবং অভিযুক্ত শিক্ষক গৌর পালকে স্কুল থেকে সরানোর দাবি তোলেন। স্কুলে বিক্ষোভের ঘটনার খবর পেয়ে ঘাটাল থানার ওসি সুজয় লায়েক সেখানে পৌঁছান। অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে প্রধান শিক্ষককে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এরপর অভিযুক্ত শিক্ষক গৌর পাল হাত জোড় করে ভুল স্বীকার করে নেন গ্রামবাসী ও অভিভাবকদের কাছে। প্রধান শিক্ষক অমল দাসকর্মকার বলেন, 'এরকম ঘটনা আর ঘটবে না। ওই শিক্ষক ভুল স্বীকার করেছেন, নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। আমরা স্কুল থেকে ছাত্রীটিকে সমস্ত সহযোগিতা করব।' ঘাটাল থানার ওসি জানান, স্কুলে শাসন করবেন শিক্ষকরা। কিন্তু এমন কিছু করবেন না যাতে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হবে। এদিনের ঘটনায় শিক্ষক নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রধান শিক্ষকও জানিয়েছেন, এরকম ঘটনা ঘটবে না।

শ্লীলতাহানিতে জুতোপেটা

হাওড়া, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কেজি ওয়ানের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত পুলকারচালককে জুতোপেটা করলেন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া আদালত চত্বরে। পুলিশ জানায়, অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করার সময়ই বিজেপির মহিলা কর্মীরা তার উপর চড়াও হন। জুতোপেটা করার পাশাপাশি তাঁরা অভিযুক্তের জামা–প্যান্টও ছিঁড়ে দেন। ডোমজুড় মাকড়দহের বাসিন্দা কেজি ওয়ানের ওই ছাত্রীটি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পুলকারে স্কুলে যাতায়াত করত। গত শনিবার ছাত্রীটি পুলকারে একা ছিল। সেই সুযোগে ওই গাড়ির চালক তার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। নাবালিকাটি বাড়ি ফিরে তার মাকে সমস্ত কথা জানায়। তার পরিবারের তরফে ওই পুলকারচালকের বিরুদ্ধে ডোমজুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ জন সাংসদই কোটিপতি, গুরুতর অপরাধের শীর্ষে ইদ্রিশ আলি

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দেশের দরিদ্রতম মুখ্যমন্ত্রীদের একজন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি দিল্লির অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)–র তরফে প্রকাশিত সারাদেশের ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে আনা ফৌজদারি মামলা নিয়ে একটি সমীক্ষায় প্রকাশ্যে এসেছে এই তথ্য। বলাবাহুল্য, অনাড়ম্বর জীবনযাপন যেখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তির অন্যতম উপাদান, সেখানেই বহুল ব্যবধানে মমতাকে পিছনে ফেলে দিলেন তাঁরই দলের সাংসদরা। সৌজন্যে বাংলার সাংসদদের সম্পত্তি ও ফৌজদারি মামলা নিয়ে এডিআর থেকে সদ্য প্রকাশিত নতুন রিপোর্ট।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে, যেখানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভাগ বসাতে ও শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে মরিয়া বিজেপি সহ অন্য বিরোধী দলগুলি, সেই মুহূর্তে এডিআরের এই নয়া রিপোর্ট যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে না, এমনটি মানতে নারাজ পর্যবেক্ষক মহল। সমীক্ষা জানাচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলাতেও কম নেই কোটিপতিরা। রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই রয়েছেন প্রায় ৩৫ জন কোটিপতি সাংসদ। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৭টি আসনের সাংসদরাই কোটিপতি। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় ১৫টি আসনের মধ্যে ৪ জন কোটিপতি সাংসদ রয়েছেন। লোকসভার ধনীতম সাংসদরা হলেন, ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব (সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ কোটিরও বেশি), বর্ধমান–দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ মমতাজ সংঘমিত্রা (সম্পত্তির পরিমাণ ১০ কোটির বেশি), শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ–আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পত্তির পরিমাণ ৮ কোটির বেশি)। পাশাপাশি রয়েছেন কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরি, বিজেপির বাবুল সুপ্রিয়, প্রণব–পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ অভিনেত্রী শতাব্দী রায়, দীনেশ ত্রিবেদী, সুগত বসু, কাকলি ঘোষদস্তিদার, সন্ধ্যা রায়, সাজদা আহমেদ, তাপস পাল সহ অনেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে কোটিপতি ক্লাবে রয়েছেন মাত্র দুজন সাংসদ। বিজেপির দার্জিলিং সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া ও দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরি। রাজ্যসভা থেকে ধনীতম সাংসদরা হলেন তৃণমূলের কেডি সিং (সম্পত্তির পরিমাণ ৮৩ কোটির বেশি), যোগেন চৌধুরি (সম্পত্তির পরিমাণ ৩২ কোটির বেশি) ও ডেরেক ও'ব্রায়েন (সম্পত্তির পরিমাণ ১৯ কোটির বেশি)। এছাড়া রয়েছেন বিবেক গুপ্তা, মণীশ গুপ্ত, মানস ভুঁইয়া, কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো বর্ষীয়ানরা। এডিআর জানাচ্ছে, বাংলার লোকসভায় দরিদ্রতম সাংসদরা হলেন ড. উমা সোরেন (সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষের বেশি) ও বালুরঘাট সাংসদ অর্পিতা ঘোষ (সম্পত্তির পরিমাণ ৫ লক্ষের বেশি)। রাজ্যসভা থেকে গরিব সাংসদরা হলেন নাদিমুল হক (সম্পত্তির পরিমাণ ৩ লক্ষের বেশি), আহমেদ হাসান ইমরান (সম্পত্তির পরিমাণ ৪ লক্ষের বেশি) ও বহিষ্কৃত বাম সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পত্তির পরিমাণ ৯ লক্ষের বেশি)। এডিআরের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকসভার ২৭ জন কোটিপতি এমপির মধ্যে ২২ জন তৃণমূল, ২ জন বিজেপি ও ৩ জন কংগ্রেসি সাংসদ রয়েছেন। রাজ্যসভা থেকে ৪ জন কোটিপতি সাংসদের মধ্যে ৭ জনই তৃণমূল, একজন কংগ্রেসি সাংসদ রয়েছেন।

সমীক্ষায় সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও দেখা গিয়েছে বৈচিত্র্য। লোকসভা–রাজ্যসভা মিলিয়ে অধিকাংশ সাংসদই উচ্চশিক্ষিত। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। লোকসভার ৬ জন ও রাজ্যসভার ২ জন এমনও সাংসদ আছেন যাঁরা স্নাতকস্তর পর্যন্তও পৌঁছোতে পারেননি। লোকসভা–রাজ্যসভা মিলিয়ে ডক্টরেট আছেন ৫ জন, স্নাতকোত্তর রয়েছেন ১৫ জন, স্নাতক রয়েছেন ৩২ জন ও মাত্র একজন রয়েছেন যিনি প্রথাগত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। তবে ফৌজদারি মামলাও রয়েছে অনেকের নামেই, জানাচ্ছে সমীক্ষা। যার মধ্যে হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন বসিরহাট সাংসদ ইদ্রিশ আলি (৯টি ফৌজদারি মামলা, ২২টি গুরুতর অপরাধমূলক), কংগ্রেসের অধীররঞ্জন চৌধুরি (১৬টি ফৌজদারি মামলা, ১১টি গুরুতর অপরাধমূলক), কৃষ্ণনগর সাংসদ তাপস পাল (৪টি ফৌজদারি মামলা), সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১টি ফৌজদারি মামলা), শিশির অধিকারী (১টি ফৌজদারি মামলা, ১টি গুরুতর অপরাধ) ও সৌমিত্র খান (১টি ফৌজদারি মামলা, ১টি গুরুতর অপরাধমূলক)। রাজ্যসভা থেকে তৃণমূলের সুখেন্দুশেখর রায় ও সিপিএমের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনো ফৌজদারি মামলার তথ্য নেই। বলাবাহুল্য, প্রাক–নির্বাচনি বাজারে তৃণমূল সাংসদদের আর্থিক বহর দেখে কটাক্ষ শুরু করেছে বিজেপি। পাশাপাশি বাদ দেওয়া হচ্ছে না কংগ্রেসকেও। এডিআরের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি আসন্ন পঞ্চায়েত সহ অন্যান্য নির্বাচনি প্রচারে নামবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহলের একাংশ।